RAMKRISHNA VIVEKANANDA MISSION

3RD SUMMATIVE EXAMINATION-2020(MODEL ANSWER PAPER)

BENGALI MEDIUM

CLASS-IX

TIME: SUBJECT-HISTORY F.M.-90

বিভাগ–'ক'

1. সঠিক উত্তরঃ–

ii) বুর্জোয়ারা
iii) চতুর্দশ লুই
iv) টাইথ
v) ট্যালিরা
vi) নেপোনিয়ন
vii) ১৮১২ খ্রিঃ
viii) ১৮১৯ খ্রিঃ
ix) ফ্রান্স
x) ২২৮৭ টি
xi) অ্যাডাম স্মিথ

xi) আর্নল্ড টয়েনবি
xii) মার্কিন রাষ্ট্রপতি
xiii) দ্বিতীয় নিকোলাস
xiv) ২৪ অক্টোবর
xv) রাশিয়ার
xvi) ফরাসি রাষ্ট্রপতি
xvii) ১৯২২ খ্রিঃ
xviii) ইতালি
xix) ট্রিগভি লি
xx) ১০ জন

বিভাগ-'খ'

2.অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরঃ-

i)'লেত্র দ্য ক্যাশে' হল ফ্রান্সে প্রচলিত এক প্রকার রাজকীয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

ii)বার্লিন ডিক্রি প্রত্যুত্তরে ইংল্যান্ড 'অর্ডার-ইন-কাউন্সিল' জারি করে।

iii)ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে, তুরস্ক, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও পিডমন্ট জোট বনাম রাশিয়ার মধ্যে সংঘটিত হয়।

iv)সেডানের যুদ্ধ ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে, প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘটিত হয়।

v) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারন ছিল হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমন।

vi) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও ব্রিটিশপ্রধামন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আটলান্টিক সনদে স্বাক্ষর করেন ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট।

*সত্য/মিথ্যাঃ-

vii) রোবসপিয়ার জিরোন্ডিনের নেতা ছিলেন------- মিথ্যা।

viii) রুশ বিপ্লবের ফলে বুরবোঁ রাজবংশের পতন হয়েছিল----মিথ্যা

ix) উড্রো উইলসন ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি-------সত্য।

*বাম দিক ডান দিক মিল করোঃ-

x)ডিউক অব ওয়েলিংটন..............ইংল্যান্ডের সেনাপতি
xi)মিউনিখ চুক্তি .... ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে
xii)চোদ্দ দফা নীতি............... উড্রো উইলসন
xiii)সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ....১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে

* শূন্যস্থান পূরন করোঃ-

xiv) ভারত- কে।

xv) মার্কিন যুক্তরাষ্ট।

xvi) ১৯১৮ খ্রিঃ (জার্মানিতে)।

xvii)ভলতেয়ার।

xviii) নেদারল্যান্ডেয় হেগ শহরে।

বিভাগ-'গ'

3.i) থার্মোডরীয় প্রতিক্রিয়া কি ?

উ- রোবসপিয়ার সন্ত্রাসের শাসনের দ্বারা ফ্রান্সে ব্যাপক হত্যাকান্ড চালান। এতে আতঙ্কিত হয়ে জ্যাকোবিন দল ১৭৯৪ খ্রিঃ ২৭ এপ্রিল রোবসপিয়ার ও তার অনুগামীদের বন্দী করে পরদিন তাদের গিলেটিনে হত্যা করে। এই ঘটনা থার্মোডরীয় প্রতিক্রিয়া' নামে পরিচিত।

ii) কাদের বুর্জোয়া বলা হয় ?

উ: 'বার্গার' শব্দ থেকে বুর্জোয়া শব্দের উৎপত্তি , যার অর্থ – 'নাগবিক শ্রেনি'। ফরাসি সমাজ ব্যবস্থায় 'বুর্জোয়া' বলা হত। তৃতীয় এস্টেট বা তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্যবিত্তদের , যারা বিদ্যা,বুদ্ধি ও ধনবলে বলীয়ান হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও সমাজে কোন মর্যাদা পেত না।

iii) মেটারনিখের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?

উ:- ক)ইউরোপে বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের রাজনীতি ফিরিয়ে আনা।

খ)ইউরোপে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার গতিরোধ করা।

iv) পোড়ামাটি নীতি কি?

উ:- 'পোড়ামাটি নীতি' হল এক ধরনের রনকৌশল। আক্রমণকারী সৈন্যরা যাতে আক্রন্ত দেশের জিনিসপত্র ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য আক্রন্ত দেশের সৈন্যরা নিজেদের জিনিসপত্র নিজেরাই পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আকমন করেছিলেন তখন রাশিয়ার স্নৈন্যরা যুদ্ধ না করে পিছিয়ে যায় এবং ঐ এলাকার গ্রাম ও শহর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। একে 'পোড়ামাটি নীতি' বলে।

v) কাকে, কেন মুক্তিদাতা জার বলা হয় ?

উ:- জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ন সংস্কার ছিল ভূমিদাস প্রথার বিলোপ। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চ আইন করে ভূমিদাসদের মুক্তি প্রদান করেন। তাই তাঁকে মুক্তিদাতা জার বলা হয় ।

vi) ফ্রান্সে কেন অপেক্ষকৃত পরে শিল্প বিপ্লব হয়?

উঃ ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লব দেবিতে হওয়ার কারনগুলি ছিল-

ক) দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা শিল্পের প্রসারের সহায়ক ছিল না।

খ) ফ্রান্সের অভিজাতরা শিল্পবানিজ্যকে অমর্যাদাকর কাজ বলে মনে করত।

গ) ফ্রান্সে উন্নত মানের কয়লা ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব ছিল।

ঘ) বেশির ভাগ মানুষ কৃষিতে আগ্রহী ছিল।

vii)ফ্যাক্টারি প্রথা কি?

উঃ- 'ফ্যাক্টারি প্রথা' উদ্ভব হয় শিল্পবিপ্লবের ফলে।এর আগে একজন কারিগর একাই একটি দ্রব্যের সব অংশ তৈরি করত।কিন্তু বড়ো বড়ো কারখানা বা ফ্যাক্টারিতে একটি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য অনেক জনের মধ্যে এক একটি অংশ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়।তাদের তৈরি সব অংশ জুড়ে নির্দিষ্ট দ্রব্য তৈরি সম্পূর্ন হয়।একে 'ফ্যাক্টারি প্রথা' বলা হয়।

viii)'মুক্ত দ্বার'(ওপেন ডোর পলিসি)নীতি বলতে কী বোঝ?

উঃ- চিনের অপর ইউরপীয় দেশগুলির আগ্রাসন দেখে আমেরিকা শঙ্কিত হয় এবং ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব জন হে তাঁর 'মুক্ত দ্বার' নীতি ঘোষনা করেন।এতে বলা হয় যে, চিন সব দেশের কাছে সমান।সুতরাং, অন্যান্য দেশ অধিকৃত অঞ্চলে আমেরিকেও সমান বানিজ্যিক অধিকার দিতে হবে।

ix)'ফ্যাসিবাদ' বলতে কী বোঝ?

উঃ- 'ফ্যাসিবাদ' প্রকৃতপক্ষে ইটালিতে বেনিটো মুসোলিনির নেতৃত্বে গঠিত এবং ফ্যাসিস্ট দল পরিচালিত একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে,উগ্রজাতীয়তাবাদী ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একদলীয় একনায়কতন্ত্রী শাষনব্যবস্থা এবং সর্বনিয়ন্ত্রনবাদী মতবাদটিই হল 'ফ্যাসিবাদ'।

x)'পার্ল হারবার' ঘটনা কী?

উঃ- উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পার্ল হারবার অবস্থিত। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নৌঘাঁটি ছিল।১৯৪১ খ্রিঃ ৭ই ডিসেম্বর জাপান ৩৫৩টি যুদ্ধ বিমানের সাহায্যে মার্কিন নৌঘাঁটি আক্রমন করে এবং ধ্বংস করে দেয়। এই ঘটনাই 'পার্ল হারবার' ঘটনা নামে পরিচিত।

xi)কোন দিনটিকে কীজন্য ডি.ডে(D.Day)বলা হয়?

উঃ- ডি.ডে বলতে ১৯৪৪খ্রিঃ ৬ই জুন তারিখটি বোঝায়।১৯৪৪খ্রিঃ ৬ই জুন মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের নর্মান্ডিতে অবতরন করে।ফলে ফ্রান্সের

ভূখন্ডে জার্মান বিরোধী অভিযান শুরু হয়।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে এই দিনটি ডি.ডে(Deliverance Day)বা মুক্তি দিবস নামে খ্যাত।

বিভাগ-ঘ

4.i)বাস্তিল দুর্গের পতনের গুরুত্ব কী ছিল?

উঃ- ১৭৮৯ খ্রিঃ ১৪ জুলাই উত্তেজিত জনতা প্যারিসের কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ দখল করে এবং ধ্বংস করে।বাস্তিল দুর্গের পতন ইতিহাসের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ঘটনা।

গুরুত্ব

ক)বাস্তিল দুর্গ ছিল ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীক।এই বিশাল দুর্গে রাজা বা রাজতন্ত্রের ব্যক্তিদের বন্দি করে রাজা তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জাহির করতেন।দার্শনিক ভলতেয়ারও রাজতন্ত্রের বিরোধীতা করার জন্য বাস্তিল দুর্গে বন্দি ছিলেন।বাস্তিল দুর্গের পতনের ফলে ফরাসি রাজতন্ত্রের শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতার দৈন্যদশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খ)ফরাসি রাজতন্ত্রের গর্বের প্রতীক বাস্তিল দুর্গ ধ্বংসের ঘটনা ফরাসি বিপ্লবকে অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

গ)বাস্তিল দুর্গের পতন প্রমান করেছিল যে রাজধানী প্যারিসের উপ্র ফরাসি সম্রাটের কোনো নিয়ন্ত্রন নেই।

ঘ)বাস্তিল দুর্গের পতনের প্র রাজধানী প্যারিস শহরের নিয়ন্ত্রন সম্পূর্নভাবে বিপ্লবীদের হাতে চলে যায়।

ঙ)বাস্তিল দুর্গের পতনের পর ফ্রান্সের রাজা ও অভিজাতরা তাঁদের মনোবল হারিয়ে ফেলে।

চ)বিপ্লবীরা "প্যারিস কমিউন" গঠন করে প্যারিসে পৌরশাষন পরিচালনা করে।এর অনুকরনে ফ্রান্সের অন্যান্য শহরেও কমিউন ও পৌর পরিষদ গড়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক গুডউইন বলেছেন যে,"বাস্তিল দুর্গের পতন কেবল ফ্রান্স নয়,বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন স্বাধীনতার জন্ম দিয়েছিল।"

ii)১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের কারন কি ছিল?

উঃ- অষ্টাদশ লুই এর পর তার ভাই দশম চার্লস ফ্রান্সের সম্রাট হন।দশম চার্লসের স্বৈরাচারী শাষনের বিরুদ্ধে ১৮৩০খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে যে বিপ্লব ঘটে তা ইতিহাসে "জুলাই বিপ্লব" নামে পরিচিত।

*জুলাই বিপ্লবের কারনঃ-

ক)ভিয়েনা সম্মেলনের ন্যায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশীয় অস্টাদশ লুই সিংহাসনে বসেন।তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে পুনঃস্থাপিত রাজতন্ত্রের সঙ্গে বিপলবী ভাবধারার মেলবন্ধনে এক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।কিন্তু অস্টাদশ লুই এর সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যগী অভিজাতরা ফ্রান্সে ফিরে আসেন।অভিজাতরা তাদের হারানো সম্পত্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হলে ফরাসি জনগনের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্ট হয়।

খ)অস্টাদশ লুই সিংহাসনে আরোহন করে প্রথমদিকে কিছুটা উদারনীতি গ্রহন করেছিলেন।কিন্তু ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে এক আততায়ীর হাতে সিংহাসনের উত্তরাধীকারী নিহত হলে উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে এক দারুন প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং অস্টাদশ লুই স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন।ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিভিন্ন দলগুলিও রাজার সনদকে গ্রহন করতে রাজি ছিল না।

গ)১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে অস্টাদশ লুই এর মৃত্যুর পর ডিউক অফ আর্টয়েস দশম চার্লস উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রে বিশ্বাসি এবং ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা ও পুরাতনতন্ত্রের সমর্থক। সিংহাসনে বসেই তিনি অষ্টাদশ লুই-এর সনদ বাতিল করে দেন। বিপ্লবের সময় যে সমস্ত অভিজাতরা দেশত্যাগ করেছিলেন তাদের পুনর্বাসন ও আর্থিক ক্ষতি তিনি

ফ্রান্সের রাজকোশ থেকে মেটান। শিক্ষাক্ষেত্রেমযাজক ধর্মযাজকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জেসুইটদের দেশে ফিরিয়ে এনে উচ্চপদ দান করেন। ফলে ফরাসিরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

ঘ)১৮২৯ খ্রিঃ দশম চার্লস পলিগন্যাক-কে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন।পলিগন্যাক বিপ্লবপ্রসূত সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি নাকচ করে প্রাক বিপ্লব শাসনব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলে উদারপন্থীরা ক্ষুব্দ হয়। তারা পলিগন্যাকের অপসারণের দাবি জানালে রাজা তাদের বিরোধীতা করে আইনসভা ভেঙ্গে দেয়।

ঙ) ১৮৩০ খ্রিঃ ২৫ জুলাই সনদের ১৪নং ধারায় বর্নিত রাজার বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে দশম চার্লসের নির্দেশে পলিগন্যাক এক স্বৈরাচারী অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে-i) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়, ii) আইনসভা ভেঙে দেওয়া হয়, iii)ভোটাধিকার সংকুচিত করা হয়, iv) বুর্জোয়া শ্রেনিকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, কেবল সম্পত্তিবান অভিজাতরাই ভোটদানের অধিকার পায়, v) আইনসভার নির্বাচনের দিন ঘোষনা করা হয়। এরফলে ফরাসিরা ক্ষব্ধ হয় এবং এই ঘটনাকে জুলাই বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারনো বলা হয়ে থাকে।

iii) ফেব্রয়ারি বিপ্লব ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে-এর প্রভাবগুলি আলোচনা করো।

উঃ- ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ সাধারনভাবে ইউরোপের 'বিপ্লবের বছর' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক এরিক হবসবম ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে 'প্রথম সম্ভাব্য বিশ্ববিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন।

* ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবঃ-

ইউরোপের ইতিহাসে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন -

ক) ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ভিয়েনা বন্দোবস্ত এবং পরবর্তী মেটারনিখতন্ত্রের অবসান ঘটে।

খ) ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ইটালি ও জার্মানি ঐক্য সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলেও এই বিপ্লব ভবিষ্যতে এই রাষ্ট্রদুটির ঐক্যের পথ প্রস্তুত করে।

গ) এই বিপ্লব ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতনকে সুনিশ্চিত করে। ভূমিদাস প্রথাও লুপ্ত হতে থাকে।

ঘ) ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। প্রজাতান্ত্রিক সরকার শ্রমিক-কল্যানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ঙ) ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে সাধারন জনগণের বিপুল অংশগ্রহণের জন্য ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এই বিপ্লবকে 'জনতার বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন।

চ) এই বিপ্লবে যোগ দিয়ে বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক নেতৃত্বের আসনে উঠে আসেন।

iv) "ইঙ্গ-ফরাসি তোষন নীতি" সম্বন্ধে কি জানো?

উঃ- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইটালির ফ্যাসিস্ট শাসক মুসোলিনি এবং জার্মানির নাৎসি শাসক হিটলার উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালান।

*ইঙ্গ-ফরাসি তোষন নীতিঃ-

মুসোলিনি এবং হিটলার একের প্র এক বিভিন্ন রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালালেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তা প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা না করে যে নরম মনোভাব বা নিষ্ক্রিয় নীতি গ্রহণ করে তা তোষন নীতি নামে পরিচিত।

ক) উদ্দেশ্যঃ- i) রুশ সাম্যবাদের বিরুদ্ধে হিটলারের শক্তিকে ব্যবহার করা, ii) বিশ্বে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে জার্মানি ও ইটালিকে ভার্সাই সন্ধির কিছু কিছু অন্যায় দূর করার সুযোগ দোওয়া প্রভৃতি।

খ) অ্যাবিসিনিয়া দখলঃ- ইটালি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার অ্যাবিসিনিয়া দখল করলে জাতিসঙ্ঘ ইটালিকে 'আক্রমণকারী' বলে ঘোষনা করে তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষনা করে। কিন্তু ব্রিটেন জাতিসঙ্ঘের এই নির্দেশ উপেক্ষা করে ইটালিকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে।

গ) স্পেনের বিদ্রোহঃ- জার্মানির হিটলার ও ইটালির মুসোলিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে সেদেশের বিদ্রোহী নেতা ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন জানালে এবং সামরিক সাহায্য পাঠালেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স নীরব দর্শকের ভূমিকা থাকে।

ঘ) অস্ট্রিয়া দখলঃ- হিটলার ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া আক্রমণ করলে ইংল্যান্ড হিটলারকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন করে। নিরুপায় ফ্রান্সও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ বিরত থাকে।

ঙ) মিউনিখ চুক্তিঃ- মিউনিখ চুক্তির দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসি শক্তি জার্মানির সঙ্গে চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতন অঞ্চলের সংযুক্তি মানে নেন।

V) রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষচুক্তি কিভাবে গড়ে ওঠে?

উঃ- রোম-বার্লিন-টোকিও হল যথাক্রমে ইটালি, জার্মানি ও জাপানের রাজধানী। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর জার্মানির হিটলার, ইটালির মুসোলিনি ও জাপানের মধ্যে যে শক্তিজোট গঠিত হয়েছিল তা 'রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি' নামে পরিচিত।

⁕অক্ষশক্তি গঠনের পটভূমি:-

জার্মানিতে হিটলারের উত্থানে শঙ্কিত হয়ে মুসোলিনি ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক দৃঢ় করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হিটলার ও মুসোলিনি পরস্পর জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। এর কারন হল

ক) হিটলার ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইটালির আবিসিনিয়া আক্রমণকে সমর্থন করেছিলেন।

খ) উভয়দেশে প্রায় একই ধরনের একনয়েকতন্ত্রী শাসন ছিল।

⁕ চুক্তির শর্তঃ-

ক) এই চুক্তিভুক্ত তিনটি দেশের কোনো দেশকে যদি অপর কেউ আক্রমণ করে তবে অন্য দেশ তাকে সাহায্য করবে।

খ) অক্ষচুক্তিভুক্ত দেশগুলি সাম্যবাদী রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে না;

গ) এই চুক্তি পরবর্তী দশ বছর কার্যকারী থাকবে।

⁕ গুরুত্বঃ-

প্রথমতঃ বিশ্বে গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ বিরোধী একটি রাজনৈতিক জোটশিবির গড়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়তঃ রোম-বার্লিন-টোকিও জোট ইংল্যান্ড-ফ্রান্স জোটের বিকল্প জোট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বে আবার পরস্পরবিরোধী দুটি শক্তিশিবির গড়ে ওঠে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

Vi) বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় উড্র উইলসেনের 14 দফা নীতি কি ভূমিকা নেয়।

উঃ- মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্র উইলসন আমেরিকাকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রেখে্রব্রতী পরবর্তীকালে যুদ্ধ যোগদান করলেও তিনি বারবার শান্তি স্থাপনের উপর জোর দেন। বিশ্বে দীর্ঘকালীন শান্তির ভিত্তি হিসেবে ১৯১৮ জানুয়ারি তাঁর বিখ্যাত 'চোদ্দো দফা' নীতি ঘোষনা করেন।

⁎উইলসন আদর্শঃ-

উড্রো উইলসন পৃথিবীতে অশান্তির কারন হিসেবে গোপন কূটনীতি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠিকে পদানত করে রাখা অ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে দায়ী বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, বিশ্বশান্তির জন্য প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীনতা জরুরি। বিশ্ববাসীর সামনে তিনি তিনটি বিকল্প পথের সন্ধান দেন।

ক) পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিবাদের সমাধান করতে হবে।

খ) প্রত্যেক পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

গ) প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করতে হবে।

⁎বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিকাঃ-

উইলসনের আদর্শের উপর ভিত্তি করেই পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে এবং পোল্যান্দ, চেকোশ্লোভাকিয়া,

হাঙ্গেরি, রুমানিয়াসহ বিভিন্ন বাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁর চোদ্দো দফা নীতির দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েই আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে উইলসনের আ্দর্শবাদ বিশ্বকে এক নতুন মূল্যবোধের সন্ধান দিয়েছিল।

Vii) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা লেখ।

উঃ-প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্ররবর্তীকালে ইটালি ও জার্মানিতে

ফ্যাসিবাদের উত্থান, জাপানের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিচলিত করে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

ক) রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ভূমিকাঃ- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতির পরিবর্তনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমদিকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

খ) ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি নীতি গ্রহণঃ- ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অর্থের বিনিময়ে অস্ত্র ও যুদ্ধের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি 'ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি' নীতি নামে পরিচিত। এরফলে মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রগুলি অনেক উপকৃত হয়েছিল।

গ) জার্মান নীতির ফলে নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগঃ- ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে জার্মানির হাতে ফ্রান্সের পতন ঘটে। জার্মানি আগস্ট থেকে ইংল্যান্ডের উপর বিমান আক্রমণ শুরু করে। এরপর জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বানিজ্য জাহাজ আক্রমণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করে এবং জার্মানির জাহাজগুলিকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়।

ঘ) লেন্ড লিজ আইনঃ- ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'লেন্ড লিজ আইন' পাশ করে গণতান্ত্রিক মিত্রপক্ষকে সমস্ত রকম অস্ত্র

সাহায্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'গণতন্ত্রের অস্ত্রগার' বলে অভিহিত করা হয়।

ঙ) জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণঃ- জাপান ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার ধ্বংস করে দেয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৮ ডিসেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে এবং মিত্রপক্ষে যোগদান করে।

চ) জাপানের উপর পারমানু বোমা বিস্ফোরনঃ- ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর মিত্রপক্ষ জাপানের আত্মসমর্পণ দাবি করে কিন্তু জাপান কর্ণপাত করেনি। এর ফলস্বরুপ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট হিরোশিমা ও ৯ আগস্ট নাগাসাকির উপর পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এরপর ২ সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে।

বিভাগ-'ঙ'

5.i) বিসমার্ক কীভাবে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন?

উঃ- চতুর্থ ফ্রেড্রিখ উইলিয়ামের পরবর্তী রাজা প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানির ঐক্য প্রতিষ্টায় আগ্রহী ছিলেন।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে অটো ফন বিসমার্ক প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হলে প্রথম উইলিয়ামের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ

পায়। জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নলিখিত নীতি গ্রহণ করেন–

ক) রাজতন্ত্রে বিশ্বাসঃ- রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং প্রাশিয়ার

রাজতান্ত্রিক শাসনের ভাবধারায় জার্মানিকে প্রভাবিত করা।

খ) রক্ত ও লৌহ নীতিঃ- বিসমার্ক গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর নয়, 'রক্ত ও লৌহ নীতি'-র ওপর আস্থাশীল ছিলেন। তিনি প্রাশিয়ার আইনসভার ঘোষনা করেন যে, "বিতর্ক বা ভোটের দ্বারা নয়, রক্ত ও লৌহ নীতির মাধ্যমেই জার্মানির সমস্যার সমাধান হবে"।

গ) সামরিক শক্তিতে আস্থাঃ- বিসমার্ক উপলব্ধি করেন যে, একমাত্র শক্তির জোরেই জার্মানির ঐক্য প্রতিজষয়া করা সম্ভব। এজন্য তিনি প্রতিনিধি সভার মত অগ্রহ্য করে প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি বাড়নোর উদ্যোগ নেন এবং ৩ টি গুরুত্বপূর্ন যুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। যথা–ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৬৮ খ্রিঃ), অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৬৬ খ্রিঃ) এবং ফ্রন্সের সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৭১ খ্রিঃ)।

ঘ) ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধঃ- শ্লেজউইগ ও হলস্টিন দুটি প্রদেশ জার্মানির রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হলেও আইন ডেনমার্কের অধীন ছিল। বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে ডেনমার্কের সঙ্গে ১৮৬৪ খ্রিঃ যুদ্ধ ঘোষনা করেন। পরাজিত ডেনমার্ক ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা দুটি প্রদেশের ওপর সব দাবি ত্যাগ করে। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে এই দুই প্রদেশের

কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদ বাধে। গ্যাস্টিনের সন্ধি (১৮৬৫ খ্রিঃ) দ্বারা প্রাশিয়া শ্লেজউইগ ও অস্ট্রিয়া হলস্টিন প্রদেশ লাভ করে।

ঙ) অস্ট্রো-প্রাশিয়া যুদ্ধঃ- বিসমার্ক অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় রাজনীতিতে তাকে মিত্রহীন করার জন্য সচেষ্ট হন। আর ইটালি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যোগ দিলে ভিনেসিয়া পেতে পারে এবং ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকলে জার্মানির কিছু ভূখন্ড লাভ করবে এই আশায় রাশিয়া, ইটালি, ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে চলে যায়। মাত্র সাত সপ্তাহের যুদ্ধে অর্থাৎ স্যাডোয়ার যুদ্ধে (১৮৬৬ খ্রিঃ) অস্ট্রিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং প্রাগের সন্ধির (১৮৬৬ খ্রিঃ) দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটে।

চ) ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়া যুদ্ধঃ- অস্ট্রিয়ার পরা্জয়ের পর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয় প্রাশিয়া। অস্ট্রিয়া, ইটালি ও রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রেখে বিসমার্ক ফ্রান্সকে যুদ্ধ্র জন্য প্ররোচিত করে। ফ্রান্স বিসমার্কের কূটনৈ্তিক জালে জড়িয়ে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে। সেডানের যুদ্ধে (১৮৭০ খ্রিঃ) ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। ১৮৭১ খ্রিঃ ১০ মে ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। জা্র্মানির রাজনৈ্তিক ঐক্য সম্পন্ন হয়। ঐক্যবদ্ধ জার্মানির প্রথম সম্রাট হন কাইজার প্রথম উইলিয়াম।

ii) ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের কারনগুলি কি ছিল?

উঃ- আধুনিক বিশ্বের একটি যুগান্তকারী ঘটনা হল ১৯১৭ খ্রিঃ রুশ বিপ্লব। রুশ বিপ্লবের ফলে শুধু রাশিয়াতে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর মনে এক নবচেতনার সঞ্চার হয়েছিল। এই রুশ বিপ্লবের পিছনে বহুবিধ কারন ছিল।

⁕রুশ বিপ্লবের কারনঃ-

ক) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রঃ- রাশিয়ার সম্রাটকে জার বলা হত। জার ছিলেন দৈবসত্ব বিশ্বাসী ও স্বৈরাচারী শাসক। জাররা সামরিক শক্তির ওপর নির্ভ্র করে দেশ শাসন করতেন। তাঁদের অত্যাচারী শাসনে সাধারন মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এই অসহনীয় জীবন থেকে মুক্তির আশায় মানুষ বিপ্লবে শামিল হয়।

খ) কৃষকদের অসন্তোষঃ- রাশিয়ায় কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ করলেও কৃষকদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে নি। দারিদ্র ও দ্রব্যমুল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকদের অবস্থার অবনতি হয় ও জোতদার শ্রেনির প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

গ) শ্রমিকদের অসন্তোষঃ- রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেনির অবস্থা ছিল সবথেকে খারাপ। তাদের বেতন ছিল খুব সামান্য। ১৯০৫ খ্রিঃ ৯ই জানুয়ারি রবিবার প্রায় ৬০০০ শ্রমিক জারের প্রাসাদের সামনে তাদের দাবি জানানোর জন্য সমবেত হলে জারের পুলিশবাহিনী নৃশংসভাবে গুলি চালিয়ে

১৩০ জন শ্রমিককে হত্যা করে। এই ঘটনা ইতিহাসে রক্তাক্ত রবিবার নামে পরিচিত। ফলে শ্রমিক আন্দোলন আরও তীব্র হয়।

দার্শনিকদের প্রভাবঃ- রুশ বিপ্লবে দার্শনিকদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। গোর্কি, টলস্টয়, তুর্গিনভ, গোগোল প্রমুখ সাহিত্যিক ও দার্শনিক স্বৈরাচারী জার শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে উদবুদ্ধ করেছিলেন। এছারা দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের সমাজতন্ত্রবাদ রাশিয়ার জনগণকে প্রভাবিত করেছিল।

ঙ) বলশেভিক দলের প্রভাবঃ- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে রাশিয়ার জনগণের ওপর করভার বৃদ্ধি প্রায়। ফলে বাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। সেই সময় বলশেভিক দল কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

চ) একাধিক যুদ্ধে পরাজয়ঃ- ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির কাছে রাশিয়ার পরাজয় জার শাসন সম্পর্কে প্রবল জনরোষ সৃষ্টি করে। এই জনবোষ ক্রমে প্রকাশ্য আন্দোলনে পরিণত হয়।

*প্রত্যক্ষ কারনঃ-

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের অভাবও প্রকট হয়ে ওঠে। সাধারন মানুষের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর মধ্যেও আসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই অসন্তোষ থেকে কৃষক, শ্রমিক, সামরিক বাহিনী

ও সাধারন মানুষ মিলিত হয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষনা করে এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে জারতন্ত্রের অবসান ঘটে ও বিপ্লব সফল হয়।

iii. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারনসমূহ আলোচনা করো।

1871-1914 খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সময়কালে ইউরোপে বড়ো ধরনের কোন যুদ্ধ না হলেও আপাত শান্তির আড়ালে বাতাসে বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। শান্তির আড়ালে যুদ্ধের এই পরিস্থিতি 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' নামে পরিচিত। 1914 খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে শান্তি ভঙ্গ হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

*প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914-18) বিভিন্ন কারন ছিল,

যথাক্রমে-

i) এশিয়ার অটোমান তুর্কি শাসকদের অধীনস্থ পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি স্বাধীনতার দাবিতে ক্রমেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। সার্ব জাতি অধ্যুষিত বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা নামে দুটি প্রদেশ সার্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলেও বার্লিন চুক্তির দ্বারা তাদের জোর করে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাই প্রদেশ দুটেতে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়।

ii) বিংশ শতকের শুরুতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। এই সময় ইউরোপে বিভিন্ন উগ্র জাতীয়তাবাদী মতবাদের উন্মেষ ঘটে এবং ইউরোপের প্রতিটি জাতি নিজ

জাতিকে শ্রেষ্ঠ এবং অন্য জাতিগুলিকে নিকৃষ্ট বলে মনে করতে থাকে। রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশেও উগ্র জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

iii) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স- প্রভৃতি দেশে আগে শিল্পায়ন ঘটায় তারা এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ বিস্তারে এগিয়েছিল। জার্মানি সহ বেশ কয়েকটি ইউরোপিও দেশে পরে শিল্পায়ন ঘটায় তারা। সেই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার অন্বেষনের জন্য উপনিবেশ দখল করতে গেলে অন্যদের সঙ্গে তাদের সংঘাত বেধে যায়।

iv) বিংশ শতকের শুরুতে ইউরোপ পরস্পর- বিরোধী দুটি জোটে বিভক্ত হয়ে যায়-

ক) ত্রিশক্তি চুক্তিঃ- ফ্রান্সকে নিঃসঙ্গ করে রাখার উদ্দেশ্যে জার্মানির প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের উদ্যোগে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইটালির মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি (1882 খ্রিঃ) স্বাক্ষরিত হয়।

খ) ত্রিশক্তি আঁতাঁতঃ- ত্রিশক্তি জোটের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মধ্যে ত্রিশক্তি আঁতাঁত বা ত্রশক্তি মত্রী গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে ক্রমশ অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

v) ফ্রান্স সেডানের যুদ্ধ (1870 খ্রিঃ) প্রাশিয়ার কাছে পরাজিত হয়ে কয়লা ও লোহার খনিসমৃদ্ধ আলসাস ও লোরেইন নামক স্থান দুটি জার্মানিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং আলসাস ও লোরেইন পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স জঙ্গি মনোভাব নিয়ে

জার্মান বিরোধী জোট তৈরী করে এবং ইউরোপ যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী করে।

vi) উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে সোচ্চার হয়। আলসাস ও লোরেইন পাওয়ার জন্য ফরাসিরা, ট্রিয়েস্ট ও ট্রেন্টিনো পাওয়ার জন্য ইতালীয়রা, শ্লেসউইগ পাওয়ার জন্য ডেনরা, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ডবাসী আন্দোলন শুরু করে।

vii) নতুন উপনিবেশ দখলের জন্য জার্মান কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম বিশাল জার্মান নৌবহর গঠনের কাজে হাত দেন। এতে আতঙ্কিত হয়ে ইংল্যান্ডও পাল্টা নৌশক্তি বৃদ্ধি শুরু করে।

viii) কাইজার- ক) বিসমার্কের স্থিতাবস্থার নীতি ত্যাগ করে রুশ জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল (1890 খ্রিঃ) করেন।

খ) ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আফ্রিকায় বিদ্রোহী বোয়ার-এর প্রেসিডেন্ট ক্রুগারকে সমর্থন করেন।

গ) রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার আগ্রসনে উৎসাহ দেন।

ঘ) বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ নির্মানের পরিকল্পনা করেন।

ix) ফ্রান্স আফ্রিকার মরক্কোয় উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করলে জার্মান কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মরক্কোর সুলতানের পাশে দাঁড়ান এবং প্যান্থার নামে একটি যুদ্ধজাহাজেকে মরক্কোর আগাদির বন্দরে ঢুকিয়ে দেন। ফলে ফ্রান্স ও জার্মান সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

x) অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্ক ডিউক ফার্দিনান্দ ও তাঁর স্ত্রী সোফিয়া সার্ব জাতি অধ্যুষিত বসনিয়া সফরে এলে তারা সেরাজেভো শহরে এক বসনিয় ছাত্রর হাতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকান্ডের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র সার্বিয়াকে দায়ী করে বিভিন্ন কঠোর শর্তাদি সহ একটি চরমপত্র পাঠায়।

*মূল্যায়নঃ- অস্ট্রিয়ার চরম পত্রের কিছু শর্ত মানলেও অবশিষ্ট শর্তগুলির বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি আন্ত্রজাতিক বৈঠক ডাকার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু অস্ট্রিয়া এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করে। কিছুদিনের মধ্যে ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন বিবদমান পক্ষে যোগ দিলে তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

………………X………………..